গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
তথ্য ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা
www.sid.gov.bd

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর "তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ" বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

তারিখ ও সময়	:	১৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. (বুধবার), সময়: সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	:	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, ব্লক-২, লেবেল-১০
সভাপতি	:	শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
উপস্থিতি	:	সংযোজনী-ক দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তাঁর অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় উপস্থিত ও অনলাইনে সংযুক্ত সদস্যদের পরিচয় প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। পরিচয়পর্ব শেষে তিনি *তথ্য অধিকার আইন,* ২০০৯ ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করার জন্য সুলতানা রাজিয়া, উপসচিব, তথ্য ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখাকে অনুরোধ জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে সুলতানা রাজিয়া *তথ্য অধিকার আইন,* ২০০৯ এবং এ আইনের অধীনে প্রণীত *তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯; তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা ২০১০; তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১; তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০*-এ উল্লিখিত আইন ও বিধিবিধানের আলোকে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন।

৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধানের আলোকে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভাপতি তাঁকে ধন্যবাদ জানান। একইসঙ্গে তিনি বলেন যে, এ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে মর্মে আইনে বলা হয়েছে। তবে *তথ্য অধিকার আইন,* ২০০৯-এর ৭ ধারানুযায়ী নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সভাকে অবহিত করেন। যথা:

(ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয়পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা:- (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারি আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য; (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য; (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(চ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;

(ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;

(জ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঝ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

(ড) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য;

(ত) কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(দ) কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে;

আরো শর্ত থাকে যে, এ ধারার অধীন তথ্যপ্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪। **আলোচনা:**

এপর্যায়ে সভাপতি আইন ও বিধিবিধানসমূহের আলোকে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সভার সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

জনাব ইসরাত জাহান নাছরিন, উপপরিচালক, বিবিএস *তথ্য অধিকার আইন,* ২০০৯-এর অধীন শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি মর্মে জানান। আইনের ধারা উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, সরকারি সংস্থাসমূহ যারা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বা সরকারি-বেসরকারি অনুদান গ্রহণ করেন তাদেরও তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

উপপরিচালক, লক্ষ্মীপুর, বিবিএস-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপরাগ হলে করণীয় কী তা জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি জানান, এক্ষেত্রে অপরাগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তা অনুরোধকারীকে অবহিত করতে হবে।

জনাব আশরাফুল আলম সিদ্দিকী, যুগ্মপরিচালক, বিবিএস-এর জনশুমারি সমাপ্ত হওয়ার আগেই অনেকে এবিষয়ে চূড়ান্ত জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যাবিষয়ক নানাবিধ তথ্য জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কোনো তথ্য প্রদান করতে পারি কি-না এরূপ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি জানান, এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সংখ্যা প্রকাশ করতে হবে। শুমারি চলাকালে পরিসংখ্যানগত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ চলাকালীন এমন কোনো তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, যার আইনগত ভিত্তি বা বৈধতা নেই।

উপপরিচালক, কুষ্টিয়া, বিবিএস উপস্থাপিত নথিপত্র বা উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপের আনুষঙ্গিক তথ্য চেয়ে অনুরোধ করলে সেসম্পর্কে করণীয় কী তা জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি জানান, এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে।

জনাব নুরজাহান, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সরল বিশ্বাসেকৃত কাজে আত্মরক্ষামূলক কী ব্যবস্থা রয়েছে তা জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি জানান, এ আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিবিধান অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে তা করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কোনো কার্যের জন্য কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো

দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাবে না মর্মে *তথ্য অধিকার আইন,* ২০০৯-এর ৩১ ধারায় উল্লেখ রয়েছে।

৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তাদি গৃহীত হয়:

(ক) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে;

(খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(গ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো *তথ্য অধিকার আইন,* ২০০৯ ও বিধিবিধান সংক্রান্ত অবহিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

(ঘ) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্বপ্রণোদিত তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করবে;

(ঙ) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে নাগরিকদের জন্য তথ্যপ্রাপ্তি নির্বিঘ্ন করতে হবে।

৬। সভায় আর কোনো আলোচ্যবিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা)
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিচিতি নং ৪৫৪১

নং- ৫২.০০.০০০০.০১৮.৯৯.০০৫.২১ (অংশ-১)-৬৩

তারিখ: ৭ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ:
১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (সকল), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
৩. উপসচিব (সকল), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
৪. পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
৫. তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
৬. উপপরিচালক, এসডিজি সেল, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
৭. প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:
১. সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. প্রোগ্রামার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থপনা বিভাগ।

হাছিনা বেগম
২২.১২.২০২১
(হাছিনা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
☎ ৫৫০০৭০৭২